ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 93 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪৯ ● কলকাতা ● ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শমীককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাওড়া: হাওড়ার আরতি কটন মিলে বন্ধ বেতন। প্রতিবাদে হাওড়ার দাসনগরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের গাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ। শ্রমিকদের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তুমুল উত্তেজনা।এদিকে, বিক্ষোভের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ বচসা, তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন শ্রমিকরাও। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় র‍্যাফ। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি জানান, সম্প্রতি কটন মিলের কর্মীরা তাঁর কাছে যান। সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। তাই এদিন পথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হন বিধায়ক। তাঁর দাবি, “খেলা নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে আমরা চাই কটন মিলে আগে বেতন হোক। উৎপাদন স্বাভাবিক হোক। তবে তা না করে খেলা হোক, সেটা চাই না।” খেলা নিয়ে বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 56

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইজন্যে এক মানুষের জীবনীশক্তি দিয়ে চিত্তশক্তির উপর কখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। চিত্তশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষের নিজের জীবনীশক্তি বাড়ানো দরকার। এই জীবনীশক্তি কেবল জীবনীশক্তির একত্রতাতেই (সামূহিক-তাতেই) বাড়তে পারে। আর এই জীবনীশক্তির একত্রতা (সামুহিকতা) সদ্গুরুর কাছে থাকে। তিনি হাজার-লক্ষ আত্মার জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকেন আর হাজার-লক্ষ আত্মা জন্ম জন্ম থেকে নিজের সদ্গুরুর সঙ্গে জুড়ে থাকে। এইজন্যে 'সদ্গুরু' এই হাজার-লক্ষ আত্মার পালনকর্তা হন।

সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে ঐ আত্মাদের সামূহিকতা থাকে। **ক্রমশঃ**

১৫ হাজার দাগি অপরাধী, ঢোকার চেষ্টা ভারতে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে নেপাল। অবাধে চলছে লুটতরাজ। ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর যেমন মিলছে, তেমনই নিশানা করা হচ্ছে শিল্পপতি ও নেতাদের বাড়িকে। তার মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, নেপালের বিভিন্ন জেল ভেঙে পালিয়েছে প্রায় ১৫ হাজার দাগি অপরাধী। এর থেকেও ভয় ধরানো খবর হল, তারা নাকি এবার ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে!প্রসঙ্গত, নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিলই। সম্প্রতি সেদেশে ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ ২৬ ধরনের সোশাল মিডিয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় আগুনে ঘি পড়েছে। সোমবার প্রতিবাদ আন্দোলনে নামে সেখানকার তরুণ প্রজন্ম। রাস্তায় নেমে ওলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখান তাঁরা। এরপর মঙ্গলবার আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে জনরোষের মুখে পড়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ওলি। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে তো আসেনিই, উলটে বিভিন্ন ধরনের অশান্তির খবর আসছে।বুধবারই উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫ জনকে। সূত্রের খবর, তারা প্রত্যেকেই নেপালের জেল ভেঙে পালায়। তারপর তারা ভারতের অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল।

জানা গিয়েছে, যে সমস্ত জেলগুলি থেকে কয়েদিরা পালিয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে কাঠমান্ডুর দিল্লিবাজার কারাগার-সহ চিতওয়ান, নখু, ঝুমকা এবং জলেশ্বরের একাধিক কারাগার। এর পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, নাবালকদের সংশোধনাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করায় সেনার গুলিতে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৭। নৌবস্তা জেলের প্রধান জলন্ধর মুসাল জানিয়েছেন, কিশোর কয়েদিরা গেট ভেঙে পালানোর চেষ্টা করতেই গুলি চালানো হয়। 'জেন জি' বিক্ষোভে সরকার পতন তো বটেই, হিংসায় এখনও পুড়ছে এভারেস্টের দেশ। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে নেপালের পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছে সেনা। বিকেল ৫টা থেকে দেশজুড়ে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

আত্মোপলব্ধি খাড়্গের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপিকে টক্কর দিতে হলে গুজরাট থেকে আগে উৎখাত করতে হবে। মাস কয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্যে গিয়ে দলীয় কর্মীদের আত্মসমালোচনার ডাক দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। 'রেসের ঘোড়া' আর 'বিয়েবাড়িতে নাচার ঘোড়া'র মধ্যে ফারাক বুঝিয়েছিলেন। এবার খানিক সেই সুরেই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের মুখেও আত্মসমালোচনার সুর শোনা গেল।সাম্প্রতিক কালে একাধিক নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, হারের পর কংগ্রেস নেতারা কখনও ভোটারদের দোষ দিচ্ছেন, কখনও ভোটার তালিকার দোষ দিচ্ছেন, কখনও ইভিএমের দোষ দিচ্ছেন। সেই তালিকায় খোদ

এরপর ৪ পাতায়

রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে সংখ্যালঘু খোঁচা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে সংখ্যালঘু খোঁচা সুইজারল্যান্ডের। পাশাপাশি, দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে ইউরোপের এই দেশটি। এরপরই সুইজারল্যান্ডকে পালটা দিল ভারত। মনে করাল সেদেশের বর্ণবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং গোষ্ঠীভীতির (জেনোফোবিয়া) কথা।সুইজারল্যান্ডর পাশাপাশি সভায় পাকিস্তানকেও একহাত নিয়েছেন ক্ষিতিজ। তুলেছেন পহেলগাঁও প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, "পহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব আমরা দিয়েছি। আমাদের অবস্থানও আমরা স্পষ্ট করেছি। সন্ত্রাসে মদত

দেওয়া কোনও দেশের থেকে আমরা কোনও উপদেশ শুনব না। পাশাপাশি, সংখ্যালঘু অধিকার নিয়েও কারও উপদেশ শুনতে আমরা রাজি নই। ভারত অটল সংকল্পের সঙ্গে দেশের নাগরিকদের রক্ষা করে যাবে। সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে কোনও আপস করব না।" একইসঙ্গে পাকিস্তানকে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলেও তোপ দেগেছেন ক্ষিতিজ।বুধবার রাষ্ট্রসংঘে সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেন, "ভারতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা সেদেশের সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি।" এরপরই সুইজারল্যান্ডকে পালটা জবাব দেয় ভারতের প্রতিনিধি ক্ষিতিজ তিয়াগি। সভায় তিনি বলেন, "বর্ণবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং গোষ্ঠীভীতির মতো সমস্যায় জর্জরিত সুইজারল্যান্ড। তাই তাদের উচিত সেগুলি সমাধান করা। তিনি আরও বলেন, "বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্র ভারত। ভারতে বহুত্ববাদ রয়েছে। তাই সুইজারল্যান্ডর এই সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করতে প্রস্তুত ভারত।"

(১ম পাতার পর)

শমীককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শ্রমিকদের

ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ তৃণমূল বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির। এই ইস্যুতে উষ্মাপ্রকাশও করেন তিনি।বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। নামানো হয় র‍্যাফ।

আরতি কটন মিল কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। শ্রমিকদের দাবি, চলতি বছরের জানুয়ারিতে শেষবার বেতন পান তাঁরা। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কটন মিলে বেতন বন্ধ। তার ফলে বেজায় সমস্যায় রয়েছেন শ্রমিকরা। স্বাভাবিকভাবেই রুজিরুটিতে টান পড়েছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। আর মাত্র কয়েকটাদিন পর পুজো। উৎসবের মরশুমে বেতন না পাওয়ায় দিশাহারা পরিস্থিতি তাঁদের। বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে শমীককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। তাঁদের নেতৃত্ব দেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। শমীক ভট্টাচার্য নরেন্দ্র কাপের উদ্বোধন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে এই বিক্ষোভের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হতচকিত রাজ্য বিজেপি সভাপতি। বলেন, "শ্রমিকদের কথা অবশ্যই শোনা হবে। তবে এমন বিক্ষোভ কাম্য নয়।"

প্রধানমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে জ্ঞান ভারতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

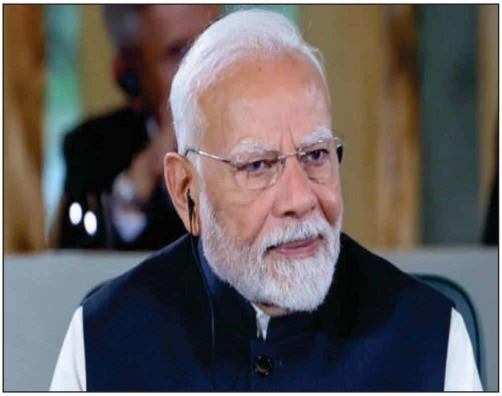

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জ্ঞান ভারতম – এর উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজেশন, সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের প্রবেশাধিকার দ্রুত করার জন্য একটি নিবেদিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জ্ঞান ভারতম পোর্টালের উদ্বোধন করবেন এবং সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

'পাণ্ডুলিপির ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারতের জ্ঞানের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার' – এই বিষয়ে ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন, মেটাডেটা সংক্রান্ত গুণমান, আইনি কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির মতো বিষয়গুলিতে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীও থাকবে।

আবাসন ও ক্ষুদ্র শিল্পকে চাঙ্গা করতে খনি ক্ষেত্রে জিএসটি সংস্কার

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের পৌরোহিত্যে নতুন দিল্লিতে জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬-তম বৈঠকে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্বস্তি দিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জিএসটি কর হারে পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। খনি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত পণ্যগুলির নতুন জিএসটি হার ও কাঠামো, আবাসন শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নতুন হার অনুসারে মার্বেল, ট্র্যাভারনাইট ব্লক ও গ্র্যানাইট ব্লকের ওপর আগেকার ১২ শতাংশের বদলে এবার থেকে ৫ শতাংশ জিএসটি হার প্রযোজ্য হবে। আবাসন শিল্পে বিপুল পরিমাণে মার্বেল ও গ্র্যানাইটের ব্যবহার হয়। ফলে নতুন জিএসটি হারে আবাসন ক্ষেত্র উপকৃত হবে। রাজস্থান, গুজরাট এবং কর্নাটকের মতো রাজ্যগুলিতে গ্র্যানাইট ও মার্বেল উত্তোলন করা হয়।

এছাড়া বেলেচুনের ইঁট ও পাথরের ওপর জিএসটি-র হার কমায় কম খরচের বাড়িগুলির নির্মাণ খরচ আরও কমবে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মানুষজন এর সুফল

এরপর ৫ পাতায়

ফলাফলের তালিকা: মরিশাসের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

১. ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং মরিশাস প্রজাতন্ত্রের উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণা মন্ত্রকের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

২. বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ – জাতীয় সমুদ্র বিদ্যা, প্রতিষ্ঠান এবং মরিশাস সমুদ্র বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৩. কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের আওতায় কর্মযোগী ভারতের সঙ্গে মরিশাস সরকারের জনসেবা ও প্রশাসনিক সংস্কার মন্ত্রকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৪. বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

৫. ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় অনুদান সহায়তা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

৬. জল বিদ্যার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক নবীকরণ।

৭. উপগ্রহ ও উৎক্ষেপণ যানের জন্য টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং ও টেলিযোগাযোগ স্টেশন স্থাপন এবং মহাকাশ গবেষণা বিজ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার ও মরিশাস সরকারের মধ্যে চুক্তি।

ঘোষণা:

১. ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ এবং ইউনিভার্সিটি অফ মরিশাস রেডুইটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

২. ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট বেঙ্গালুরু এবং ইউনিভার্সিটি অফ মরিশাসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৩. ট্যামারিন্ড জলপ্রপাতে ১৭.৫ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর পিভি স্থাপনের জন্য জি ২ জি প্রস্তাব অগ্রসর করা। এনটিপিসি লিমিটেড – এর একটি দল শীঘ্রই সিইবি-র সঙ্গে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করতে মরিশাস সফর করবেন।

সম্পাদকীয়

অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন প্রাক্তন সেনাকর্মীরা

সেনাকে অপমানের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন প্রাক্তন সেনাকর্মীরা। সেই মঞ্চে পৌঁছে যান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেনাকে কেন অপমান? প্রশ্ন তুলে সরব শুভেন্দু। বললেন, "টুকরে টুকরে গ্যাঙের মানসিকতা মুখ্যমন্ত্রীর।" শুভেন্দু বলেন, "সেনারা কেন পালাবে, সেনাদের দেখেই ছারপোকা পালিয়েছে ডোরিনা ক্রসিং। মেয়ো রোডে প্রতিবাদে বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন সেনা কর্মীরা। অভিযোগ ওঠে, প্রশাসন ও কলকাতা পুলিশ তাঁদের অনুমতি দিচ্ছে না। সে প্রসঙ্গেও এদিন শুভেন্দু বলেন, " ওঁদের কেউ পঁচিশ বছর, কেউ কুড়ি বছর, জীবনের যে প্রাইম টাইম, তাঁরা দেশের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এখনও দেশকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। তাঁদের যে অপমান করা হয়েছে, তাঁরা প্রতিবাদ করতে এখানে বসতে চান। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকার অনেক শর্ত চাপিয়েছে, যাতে এখানে কোনওভাবেই করতে না পারেন।"আমাদের দেশের সেনাকে দেখে চিন পালায়, পাকিস্তান পা ধরে।" শুভেন্দুর অভিযোগ, এই প্রথমবার নয়, এর আগেও সেনাকে অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "প্রত্যেক ঘটনাতে সেনাকে অপমান করা হয়েছে। অবন্তিপোরায় জঙ্গি হামলার পর যখন আমাদের বায়ুসেনা যখন ভিতরে ঢুকে মেরে এসেছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রমাণ কোথায়?" শুভেন্দুর অতীতের একটি ঘটনা তুলে ধরে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী একবার সারা রাত নবান্নে কাটিয়েছেন। কেন জানেন?

আর্মি একটা সার্ভে করে। বড় বড় ব্রিজে কত গাড়ি যাতায়াত করে ইন্টারন্যাশানালি, সেটাকে কাউন্ট করার একটা সার্ভে হয় কয়েক বছর অন্তর অন্তর। এক বছর গাড়ি কাউন্ট করছিল দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলে ওঠেন, আর্মি ঢুকে পড়েছে!" ঘটনার রেশ ধরেই শুভেন্দু বলতে থাকেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা যেন আলাদা দেশ, যে সেনা ঢুকে পড়ল?

কেন? তার প্রতিবাদে তিনি সেই রাতে নবান্নে ছিলেন।" শুভেন্দুর প্রশ্ন, "এই কোন ধরনের মানসিকতা? এটা দেশ বিরোধীদের মানসিকতা।" তখনই তিনি অভিযোগ করেন, " টুকরে টুকরে গ্যাঙের মানসিকতা মুখ্যমন্ত্রীর।" ঘটনার সূত্রপাত, মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ ঘিরে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর হেনস্থার অভিযোগ তুলে মেয়ো রোডে প্রতিবাদে বসেছিল তৃণমূল।

কিন্তু গত মাসে শেষের দিকে, সেই মঞ্চ খুলে দেয় সেনা। সেনার বক্তব্য, প্রতিবাদ মঞ্চের জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুদিনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মঞ্চের কাঠামো দিনের পর দিন বাঁধা ছিল। তাই সেনাকর্মীরা গিয়ে সেই মঞ্চের বাঁশ খুলে দেন।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। তারপরই মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, "আমাকে দেখে ২০০ সেনা পালিয়েছে। আমি বললাম আপনারা কেন পালাচ্ছেন।

আপনারা বিজেপির কথায় এটা করেছেন। আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। কোনও সমস্যা থাকলে আমাদের আগে জানাতে পারতেন।" মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় জোর রাজনৈতিক চর্চা। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

ছিলেন। প্রতাপাদিত্য সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় কালীক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর কাকা রাজা বসন্ত রায় পরম বৈষনব হয়েও কালীর সেবা ও নিত্যপূজার জন্য তাঁর গুরুদেব ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কে কালীঘাটে পাঠালেন।

এই সময় (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) কালীঘাট অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। রাজা বসন্ত রায় কালীর পর্ণ কুটির ভেঙ্গে একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

এখানে কোন আর ইঁটের পাকা বাড়ি ছিল না। চারদিকে বন আর মধ্যে মধ্যে পর্ণ কুটির । ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী এই ক্ষুদ্র

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

আত্মোপলব্ধি খাড়্গের

রাহুল গান্ধীও আছেন। খাড়্গে এদিন বলে গেলেন, এভাবে খালি ভোটারদের দোষ দিলে হবে না। আত্মসমালোচনা করতে হবে।কংগ্রেস সভাপতি গুজরাটে গিয়েই বললেন, দলটা পচা আমে ভোরে গিয়েছে। গোটা বস্তা পচে যাওয়ার আগেই ছুড়ে ফেলতে হবে পচা আমগুলিকে।

গুজরাটে দু'বছর বাদে বিধানসভা ভোট। এখন থেকেই সে রাজ্যকে পাখির চোখ করেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর হস্তক্ষেপের পর গুজরাটে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কারা কতটা সক্রিয়, কারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কারা সমঝোতা করে নিয়েছে, দলের অন্দরে থেকে দলের ক্ষতি করছে কারা, এসব নিয়ে সমীক্ষা শুরু করেছে কংগ্রেস। সেই সমীক্ষায় প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে ৪১টি জেলা কমিটির মধ্যে ১৯টিতেই দলের ইউনিটের কাজ সন্তোষজনক নয়। সেই রিপোর্ট হাতে পেয়েই রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস সভাপতি। খাড়্গে স্পষ্ট বলে দেন, যারা অকেজো, আদর্শের সঙ্গে আপস করে ফেলেছেন, তাঁদের ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এবং যত দ্রুত সম্ভব ফেলে দিতে হবে। কংগ্রেস সভাপতির কথায়, "কয়েকটা পচা আম গোটা বস্তাকে পচিয়ে ফেলতে পারে। তাই গোটা বাক্সটা পচে যাওয়ার আগে পচা আমগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।" খাড়্গের সাফ কথা, "যে সব নেতা পরিবর্তিত সময়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না, তাঁদের বিদায় দিতেই হবে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার প্রথম মুখ নীল, দক্ষিণ পীত এবং বাম হরিৎবর্ণ ... তিনিটি (sic) দক্ষিণ হস্তে কপাল, কট্টাঙ্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করেন এবং তিনটি বাম হস্তে বজ্র, ঘণ্টা এবং নরচর্ম ধারণ করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিরোধীদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ জুড়ে চালু হতে চলেছে SIR

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

SIR অর্থাৎ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এবার চালু হতে চলেছে দেশজুড়ে। এই নিয়ে তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধীদের আপত্তি ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন SIR চালু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয় এসআইআর নিয়ে। রাজ্যগুলির প্রস্তুতি কেমন, তা খতিয়ে দেখা হয়। বিহারের পর এবার দেশজুড়েই এসআইআর শুরু হতে চলেছে। শুধু বিহার নয়, এবার দেশজুড়েই শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকায় নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর (SIR)। এমনটাই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, অক্টোবর মাস থেকে ভোটার তালিকায় সংশোধন শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই সেই সবুজ সংকেত দিয়েছে।

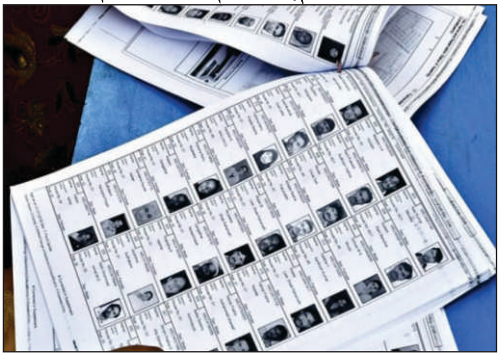

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয় এসআইআর নিয়ে। রাজ্যগুলির প্রস্তুতি কেমন, তা খতিয়ে দেখা হয়। বিহারের পর এবার দেশজুড়েই এসআইআর শুরু হতে চলেছে। সূত্রের খবর, বিহার নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শুরু হয়ে যেতে পারে। আজ, বৃহস্পতিবার কনফারেন্স কাম ওয়ার্কশপে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, এসআইআর নিয়ে তাদের প্রস্তুতি কতটা। তাতে অধিকাংশ আধিকারিকই জানান যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রাউন্ডওয়ার্ক শেষ হয়ে যাবে। অক্টোবরেই এসআইআর শুরু হতে পারে। বিরোধীদের অভিযোগ, SIR এর নামে অনেক বৈধ ভোটার বাদ চলে যেতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলেছেন, এটা বিজেপি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই করছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

আবাসন ও ক্ষুদ্র শিল্পকে চাঙ্গা করতে খনি ক্ষেত্রে জিএসটি সংস্কার

ভোগ করবেন। এগুলির ক্ষেত্রেও জিএসটি-র হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি দুধের ক্যান, টেবিল, রান্নাঘর অথবা তামার তৈরি গৃহস্থালীর বিভিন্ন উপকরনের উপরেও জিএসটি-র হার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হচ্ছে। এর জেরে এগুলির দাম কমবে এবং চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিবারগুলিও বাসনপত্রের খরচে সাশ্রয় করতে পারবে। প্লাস্টিকের তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই উপাদান ব্যবহার করতে পারবে তারা।

পিতলের তৈরি কেরোসিন প্রেসার স্টোভের ওপরেও জিএসটি-র হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলি উপকৃত হবে। তারা অল্প খরচে রান্না করতে পারবে, জ্বালানি সকলের নাগালের মধ্যে পৌঁছবে।

পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হস্তশিল্প, নিকেল/রুপো দিয়ে তৈরি ইলেক্ট্রোপ্লেটেড হস্তশিল্পের ওপরে জিএসটি হার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হয়েছে। এগুলির সিংহভাগই তৈরি করেন কারিগর এবং ছোট সংস্থাগুলি। জিএসটি-র হার কমায় এদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়বে, পণ্যগুলি আরও বেশি সংখ্যক ক্রেতার কাছে পৌঁছতে পারবে। হস্তশিল্প ভারতের ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই জিএসটি-র হার হ্রাস, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র প্রসারেও সহায়ক হবে।

দেশে পণ্যের বহুমুখী পরিবহণের ক্ষেত্রে জিএসটি-র হার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হওয়ায় খনি ক্ষেত্র ও খনি শিল্প উপকৃত হবে। বিশেষ করে লৌহ আকরিক বহু দূর থেকে নিয়ে আসতে হয়। এর পরিবহণ ব্যয় কমবে।

নেপালে বাংলাদেশি পরিবারের উপর হামলার পর লুটপাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অশান্ত নেপাল। আগুন জ্বলছে ভারতের প্রতিবেশি দেশে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার নেপালের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে কাঠমান্ডুর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বিক্ষোভকারীরা ভাঙচুর চালনোর সময় এক বাংলাদেশি পরিবার হামলার শিকার হয়। হামলার পাশাপাশি লুটপাট করা হয় বলেও অভিযোগ।দূতাবাসের আরেক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জাতীয় ফুটবল দল এবং নেপালে একটি শিক্ষা সফরে থাকা ডিফেন্স কলেজের ৫১ সদস্যের প্রতিনিধিদলের একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে আসার কথা রয়েছে। ওই বিমানে ৩৮ জন ফুটবলার, ১২ জনের বেশি সাংবাদিকসহ মোট ৫৪ জন যাত্রী থাকবেন। সি-১৩০ বিশেষ বিমানটি সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা হবে বলেই এক এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বিদেশ মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করছে যাতে কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় নিয়মিত বিমান চলাচলের পাশাপাশি একটি ড্রিমলাইনার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা যায়। আরও জানা গিয়েছে, আনুমানিক ৪০০ বাংলাদেশি পর্যটক বর্তমানে নেপালে রয়েছেন, যেখানে প্রায় ৫০ জন বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওতে কাজ করছেন।এমনকি রাষ্ট্রদূতের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ভাঙচুরের সময় এই ঘটনা ঘটেছের। সেই সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নেপালে অবস্থানরত জাতীয় ফুটবল দলকে সহায়তার জন্য যাচ্ছিলেন, তখনই তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এই খবরটি কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার পর রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আশ্রয় দেওয়া হয় নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশি পরিবারকে। কাঠমান্ডুর একটি কূটনৈতিক সূত্র আরও জানিয়েছে যে চলমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দূতাবাস মোট ৩০ জন বাংলাদেশিকে উদ্ধার করেছে। ১০ জনকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এবং ২০ জন কাঠমান্ডুর বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, "তারা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রী ছিলেন। উদ্ধারের পর তাদের বিমানের নির্ধারিত হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যান্য যাত্রীরাও বিমান থেকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং একটি বাংলাদেশি পরিবারের তিনজন সদস্য থাকা আরেকটি হোটেলে ভাঙচুর চালায়। কর্মকর্তা বলেন, "পরিবারের উপর হামলা চালানো হয় এবং তাদের জিনিসপত্র লুট করা হয়।" জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা হোটেলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারটি তাদের পাসপোর্ট লুকানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা তাদের ঘর ভেঙে প্রবেশ করে, তাদের মারধর করে জিনিসপত্র লুট করে। সেই ঘটনার পর হোটেল কর্তৃপক্ষ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। তবে, পরিবারটি এতটাই ভীত ছিল যে তারা অন্য কোথাও থাকতে চায়নি। বুধবার তাদের তাদের দূতাবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

বারুইপুরের পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রনে একদম নতুন পরিকল্পনা

বেবি চক্রবর্ত্তী : বারুইপুর

বারুইপুরে প্রতি বছর পুজোর বাজেট বাড়ছে, অভিনবত্ব বাড়ছে, সঙ্গে প্রবল ভিড় বাড়ছে। তাই এবার অনেক আগের থেকেই প্রশাসন রেডি হয়ে গেছে। এবার পুজোয় রাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা করেছে বারুইপুর থানা। আইসি সৌম্যজিৎ রায় বলেন, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা থাকবে। রাতে মণ্ডপের কাছে ট্রাফিক পুলিশ, থানার পুলিশের মোবাইল ভ্যান সহ পুলিশের বিশেষ টিম ও পর্যাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও ওই দিনগুলিতে মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি চালাবে পুলিশের বাইক টিম। গত বুধবার

বারুইপুর থানায় পুজো নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিধায়ক বিভাস সর্দার, বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায় ছিলেন। ডাকা হয়েছিল বারুইপুর বিদ্যুৎ ও দমকল বিভাগকেও। এছাড়া বারুইপুরের প্রায় ২৭০টির বেশি পুজো কমিটির লোকজন ছিলেন। বৈঠকে বলা হয়, প্রতি মণ্ডপে পুজো কমিটি নিযুক্ত ভলান্টিয়ার বেশি করে মোতায়েন করতে হবে। তাঁদের গলায় আই কার্ড ঝুলিয়ে রাখতে হবে। মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মণ্ডপে প্রতিমার জায়গায় তিন-চারটি ক্যামেরা বসাতেই হবে। অগ্নিনির্বাপক মেশিন মণ্ডপে রাখতে হবেই। মজুত রাখতে হবে পর্যাপ্ত বালি ও জল। পাশাপাশি, মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বাইরে বেরনোর পথ বড় করতে বলা হয়েছে। বয়স্ক মানুষদের জন্য আলাদা করে মণ্ডপে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

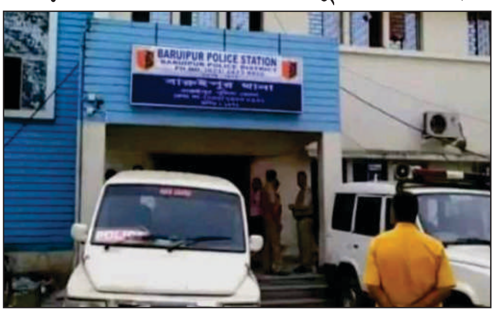

সিনেমার খবর

ভিন্ন ধর্মের হয়েও কেন গণেশপূজা করেন সালমান খান?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিন্নধর্মের হয়েও কেন গণেশপূজা করেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান? প্রায়ই এই প্রশ্ন ওঠে তার অনুরাগীদের মধ্যে। সম্প্রতি তার বাড়ির গণেশপূজার ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিকমাধ্যমে। অনুরাগীরা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার সালমানের বাবা সেলিম খান জানালেন, খান পরিবারে গণেশচতুর্থী পালনের আসল কারণ।

সালমানের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই রয়েছে একটি গণেশমূর্তি। গত ১৫ বছর ধরে এই মূর্তি রয়েছে তাদের বাড়িতে। হিন্দু পরিবারের মেয়ে সুশীলা চরককে বিয়ে করেছিলেন সেলিম খান। বিয়ের পরে সুশীলার নাম হয় সালমা খান। তার পরেই কি গণেশপূজার চল তাদের বাড়িতে? সেলিম জানান, তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই গণেশপূজা করেন তারা।

সেলিমের বাবার আমল থেকেই

এই চল। ইনদওরের একটি হিন্দু এলাকায় তারা থাকতেন। সেখানে হিন্দু-মুসলিম বলে আলাদা করে কিছুই ছিল না। সম্প্রীতির সঙ্গে সবাই থাকতেন। পরিবারগুলির মধ্যে খাবারও দেওয়া নেওয়া হত।

সেলিমের কথায়, "হিন্দু-মুসলিমের কোনও ব্যাপারই ছিল না। আমরা সকলে বন্ধু ছিলাম। আমি বরাবরই হিন্দুদের মধ্যে বড় হয়েছি। তাই বিয়ের পরেই গণেশপূজা করছি আমি, বিষয়টা এমন নয়। ভিন্নধর্মে বিয়ে নিয়েও আমার পরিবারের তরফ থেকে কোনও সমস্যা ছিল না। আমার স্ত্রীর পরিবারেরও আপত্তি ছিল না। ওর পরিবারের দূরের এক আত্মীয় সামান্য আপত্তি তুলেছিলেন আমার ধর্ম নিয়ে।"

ছোটবেলায় তার সব বন্ধুরাও হিন্দু ছিলেন বলে জানান সেলিম। স্কুলে মাত্র তিন জন মুসলিম সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু বন্ধুত্ব হয়েছিল হিন্দু সহপাঠীদের সঙ্গেই। হিন্দু আবহে বড় হয়েছেন বলেও সাতপাক ঘুরেই বিয়ে করেছিলেন সেলিম। তার পরে বিয়ে করেছিলেন। এই একই মানসিকতা ছেলে সালমানের মধ্যেও রয়েছে বলে জানান সেলিম খান।

মুম্বাইয়ের রাস্তায় হামলার শিকার বলিউড অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সুমনা চক্রবর্তী মুম্বাইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় হামলার শিকার হয়েছেন। নিজের গাড়িতে করে যাওয়ার সময় একদল বিক্ষোভকারী তার গাড়ি ঘিরে ফেলে এবং আক্রমণাত্মক আচরণ করে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ঘটনার বিস্তারিত শেয়ার করে নিজের উদ্বেগও প্রকাশ করেন এই বাঙালি অভিনেত্রী।

সুমনা জানান, তিনি কোলাবা থেকে ফোর্ট যাওয়ার পথে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়েন। সেই সময় কয়েকজন

বিক্ষোভকারী তার গাড়ির ওপর উঠে ড্রাম বাজাতে শুরু করে এবং তাকিয়ে হাসতে থাকে। এরপর আরও কয়েকজন তার গাড়ির জানালার কাছে এসে 'জয় মহারাষ্ট্র' স্লোগান দিতে থাকে। এই ঘটনা পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দুইবার ঘটেছে বলেও জানান তিনি।

অভিনেত্রীর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেনি। তার ভাষায়, "পুলিশের লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছিল, কিন্তু কিছু করেনি। আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। পুরো রাস্তাজুড়ে মানুষ বসেছিল, কেউ স্নান করছে, কেউ খাচ্ছে যার ফলে রাস্তাজুড়ে ময়লা ছড়িয়ে ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "প্রতিবাদের নামে যদি এই ধরনের আচরণ চলতে থাকে, তবে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া পুলিশের দায়িত্ব।"

কাছের মানুষের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন আহান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'সাইয়ারা' ছবির সৌজন্যে রাতারাতি তারকা আহান পাণ্ডে। প্রথম ছবিতেই দর্শকের এমন প্রতিক্রিয়ায় আপ্লুত অভিনেতা। এখনও যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে এক বড় ক্ষতি তাকে একেবারে ভেঙেচুরে দিয়েছিল। তারপরেই প্রথম সিনেমাতেই সাফল্য! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা।

চাঙ্কি পাণ্ডের ভাইপো আহান পাণ্ডের জীবনে 'সাইয়ারা' আসার আগের কিছু বছর কেটেছে অনিশ্চয়তায়। কিছুতেই ঠিকঠাক সুযোগ পাচ্ছিলেন না সিনেমায়। জীবনে যখন এমন টালমাটাল অবস্থা, তখনই ব্যক্তিগত এক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় আহানকে।

এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, "যেভাবে ভাবছিলাম, কোনও কিছুই সেভাবে হচ্ছিল না। বারবার নিজেকে বোঝাতে হচ্ছিল। সেই সময়েই, আমার খুব কাছের একজন মারা যান। উনি আমার বড় ভরসা ছিলেন। বাড়ির একমাত্র মানুষ যিনি আমাকে 'হিরো' বলে ডাকতেন। তার মৃত্যুর পর আমার আত্মবিশ্বাস ভাঙতে শুরু করে। ওই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল, কাজের মধ্যে থাকা। আমি ঠিক তাই-ই করেছি।"

কার মৃত্যুতে এভাবে ভেঙে পড়েছিলেন পর্দার কৃষ কাপূর? আহান আদতে তার ঠাকুমা, স্নেহলতা পাণ্ডের কথা বলছেন। ২০২১ সালের জুলাইয়ে মৃত্যু হয় তার ঠাকুমার। এর ঠিক তিন বছর পরে, 'সাইয়ারা' ছবির চুক্তিতে সই করেন আহান। এই ছবির আগে বেশ কিছু ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করতেন তিনি।

রেকর্ড জয়ে এশিয়া কাপ শুরু ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বোলারদের দুর্দান্ত নৈপুণ্যে রেকর্ড জয় দিয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ১৭তম আসর শুরু করল ভারত।

বুধবার 'এ' গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত ৯৩ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে ম্যাচ জয়ের নতুন রেকর্ড গড়ল ভারত।

এক্ষেত্রে নিজেদের ও আফগানিস্তানের রেকর্ড ভেঙেছে ভারত। ২০১৬ সালে আরব আমিরাতের বিপক্ষে এবং ২০২২ সালে শ্রীলংকার বিপক্ষে সমান ৫৯ বল বাকী রেখে জয় পেয়েছিল ভারত ও আফগানিস্তান।

এছাড়া আরব আমিরাতের ছুঁড়ে দেওয়া ৫৮ রানের টার্গেট ৪ দশমিক ৩ ওভারে স্পর্শ করে নিজেদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম জয়ের নয়া রেকর্ড গড়েছে ভারত।

দুবাইয়ের আজ টস হেরে প্রথমে

ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। উদ্বোধনী জুটিতে ২২ বলে ২৬ রান তোলেন আলিশান শারাফু ও অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম। ১৭ বলে ২২ রান করা শারাফুকে শিকার করে ভারতকে প্রথম সাফল্য এনে দেন পেসার জসপ্রিত বুমরাহ।

এরপর ভারতের স্পিনার কুলদীপ যাদব ও মিডিয়াম পেসার শিবম দুবের তোপে পড়ে ১৩ দশমিক ১ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায় আরব আমিরাত। এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে কোন দলের এটিই দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় রান। সর্বনিম্ন দলীয় রানের রেকর্ড হংকংয়ের।

২০২২ সালে শারজাহতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ দশমিক ৪ ওভারে ৩৮ রানে অলআউট হয়েছিল হংকং। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে কোন দলের এটিই সর্বনিম্ন রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন ওয়াসিম। দলের বাকী নয়জন ব্যাটারের কেউই দুই অঙ্কের কোটা স্পর্শ করতে পারেননি।

ভারতের হয়ে কুলদীপ ৭ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন। যার মধ্যে ছিল ইনিংসের নবম ওভারে ৩ রানে ৩ উইকেট। ৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করেন দুবে।

জবাবে ২৩ বলে ৪৮ রান তোলেন ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিল। জুটিতে ২টি চার ও ৩টি ছক্কায় ১৬ বলে ৩০ রান করে ফেরেন অভিষেক। এরপর বাকী ১০ রান তুলে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন গিল ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

গিল ৯ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কায় ২০ এবং সূর্য ৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

রিয়াল বেতিসে ফিরছেন অ্যান্টনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার অ্যান্টনি স্থায়ীভাবে রিয়াল বেতিসে যোগ দিতে যাচ্ছেন। দুই ক্লাবের মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে ২২ মিলিয়ন ইউরো ফি ও অতিরিক্ত ৩ মিলিয়ন ইউরো বোনাসসহ মোট ২৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ২১.৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড) মূল্যে।

চুক্তির অংশ হিসেবে ইউনাইটেড ৫০ শতাংশ নেট সেল-অন ক্লজও পাচ্ছে, তবে অ্যান্টনিকে আলাদাভাবে কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না।

দুই ক্লাব চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছলেও, হঠাৎ করে আলোচনা ভেঙে যায়। কারণ, অ্যান্টনি তার বর্তমান চুক্তির একটি অংশের অর্থ ইউনাইটেডের কাছ থেকে চাইলে বেতিস প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। তবে সপ্তাহান্তে ফের আলোচনায় বসে দুই পক্ষ এবং ইউনাইটেড সূত্র জানিয়েছে, সব জটিলতা এখন কেটে গেছে।

বর্তমানে অ্যান্টনির মেডিকেল পরীক্ষা ও আনুষ্ঠানিক চুক্তির প্রস্তুতি চলছে। রিয়াল বেতিসের পক্ষ থেকেও প্রাথমিক সমঝোতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২২ সালে আয়াক্স থেকে ৮১.৩ মিলিয়ন পাউন্ডে ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছিলেন অ্যান্টনি। তবে তিন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ৬২ ম্যাচে মাত্র ৫ গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করে তিনি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন।

তবে গত জানুয়ারিতে ধারে রিয়াল বেতিসে যোগ দিয়ে ২৬ ম্যাচে ৯ গোল করে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করেন ২৪ বছর বয়সী এই উইঙ্গার।

দায়িত্ব নেওয়ার ৩ ম্যাচ পরেই বরখাস্ত টেন হ্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেনের দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র তিন ম্যাচ পরেই বরখাস্ত হয়েছেন এরিক টেন হ্যাগ। বুন্দেসলিগায় প্রথম ম্যাচে হার ও দ্বিতীয় ম্যাচে ড্রয়ের পরেই তার ওপর ভরসা হারিয়েছে লেভারকুসেন।

জাভি আলোন্সো লেভারকুসেন ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেওয়ার পর তার জায়গায় বসেন টেন হ্যাগ। বুন্দেসলিগার এই ক্লাব আশা করেছিল হয়তো হ্যাগের হাত ধরে হয়ত সাফল্য আসবে। কিন্তু সেটি হয়নি।

গত শনিবার বুন্দেসলিগায় ওয়েনডার ব্রেমেনের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করে লেভারকুসেন। ম্যাচটা নিশ্চিত হেরে যেত লেভারকুসেন। কিন্তু শেষ সময়ে দুটি গোল করে তারা ড্র করে।

এই মৌসুম লেভারকুসেন শুরু করে হোফেনহেইমের কাছে ২-১ গোলে হেরে। ওটা ছিল হোম ম্যাচ। লেভারকুসেন এগিয়ে গিয়েও সেটি ধরে রাখতে পারেনি। অবশ্য ডিএফবি পোকাল লিগে সোনেহফ গ্রসপ্যাচকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল তারা। তবে বুন্দেসলিয়ায় শুরুতেই ধাক্কা খাওয়ায় টেন হ্যাগকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে লেভারকুসেন।

লেভাকুসেন জানিয়েছে, টেন হ্যাগের জায়গায় দলকে কোচিং করাবেন সহকারী কোচরা। দলের সিইও ফেরান্দো ক্যারো জানিয়েছেন, টেন হ্যাগকে ছেড়ে দেওয়াটা কঠিন ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া দরকার ছিল তাদের জন্য। মৌসুমে সাফল্যের জন্য এই পদক্ষেপ ছাড়া লেভারকুসেনের কাছে আর কোনো রাস্তা ছিল না।

চলতি মৌসুমে ইতোমধ্যে চাকরি গেছে বেসিকটাসের কোচ ওলে গানার সুলশার, ফেনেরবাচের কোচ হোসে মৌরিনিওর। এবার এরিক টেন হ্যাগের নাম সেই তালিকায় যোগ হলো। তারা সবাই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক কোচ। এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যানইউয়ের এই সাবেক তিন কোচের চাকরি গেল!

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR